যায়যায়দিন

তারিখ ... OCT 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

চার বছরে একবারও বাজেনি ক্লাসের ঘণ্টা

স্টাফ রিপোর্টার বান্দরবান

প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ ৪ বছরেও চালু হয়নি। ফলে সীমানা প্রাচীর এবং লোহার ফটকে বছরের পর বছর বন্দী হয়ে আছে হাজারো নারীর উচ্চ শিক্ষা লাভের স্বপ্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কলেজ বাস্তবায়নের নামে দুটি সরকারি ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ কয়েক দফায় সাড়ে ৩ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে। অথচ কলেজ পরিচালনার জন্য প্রিন্সিপাল, শিক্ষক এবং কর্মচারী পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ জানায়, শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ বালাঘাটা উপ-শহরে বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ নির্মাণকাজ হাতে নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিয়ে পরের বছর কাজ শুরু হলেও নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়নি। তবে নারী শিক্ষা প্রসারের দিক বিবেচনা করে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি অব্যাহত রাখে। ২০০২ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হলে সরকারিভাবে আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। কিন্তু কলেজ পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক-কর্মচারী পদে এ যাবৎ কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

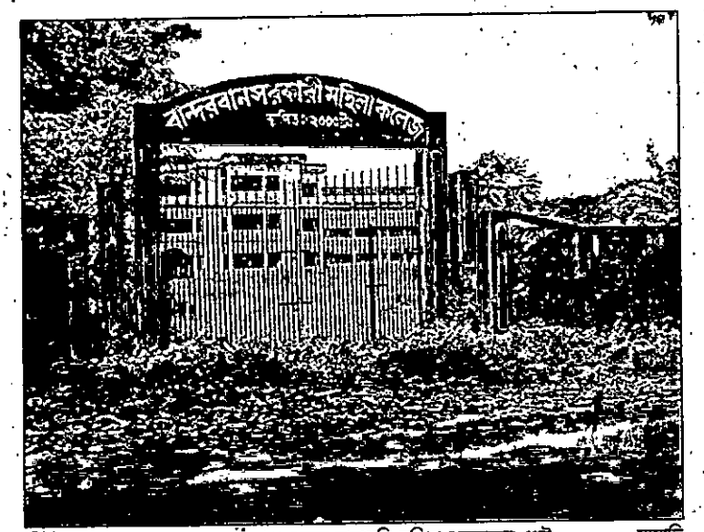

নির্মাণের ৪ বছর পরও তালাবন্ধ বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের গেট - যায়যায়দিন

সূত্র জানায়, ২০০৩ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে গঠিত একটি মনোনীত কমিটির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কলেজটি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের আওতায় একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর জন্য বান্দরবান সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও কয়েকবার কলেজ পরিদর্শন করেন এবং নবগঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন। এতো কিছুর পরও গত ৪ বছরে একটি বারের জন্যও ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বাজেনি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিসেস মাম্যাচিং বলেন, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এ জেলায় অনেক চেষ্টা করেও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।